তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

চট্টগ্রামে জেএসসিতে বেড়েছে পাসের হার ও জিপিএ ৫

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এ বছর জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুটিই বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তবে বরাবরের মতোই এবারও পিছিয়ে আছে তিন পার্বত্য জেলার শিক্ষার্থীরা। সামগ্রিক ফল অন্যান্য বছরের চেয়ে ভালো বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কার্যালয়ে জেএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জামালউদ্দিন আহমেদ। তিনি জানান, এ বছর ১ হাজার ১৮৬ স্কুলের মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৯৬ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ বছর চট্টগ্রামে জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৮৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। একই সঙ্গে বেড়েছে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল ১০ হাজার ৪৮৭ শিক্ষার্থী। তা বেড়ে এ বছর দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ২৬৮ জন। এ বছর জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ৫ হাজার ৩৯৯ জন ও ছাত্রীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮৬৯ জন। এদের মধ্যে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪ হাজার ২১৫ জন। গত বছর গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ৮৪২ জন। গতবারের মতোই মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা পাসের হারে এগিয়ে আছে। এ বছর ছেলেদের পাসের হার শতকরা ৮৬ দশমিক ৫৮ ভাগ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮৪ দশমিক ৫৮ ভাগ।

ফল বিশ্লেষণে শিক্ষা বোর্ড সচিব ড. পীযূষ দত্ত বলেন, 'এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। খুব বেশি না হলেও গতবারের তুলনায় পাসের হার কিছুটা বেড়েছে। বেড়েছে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও।' তবে গতবারের তুলনায় এবার জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার কমেছে শতকরা প্রায় এক ভাগ। বোর্ড কর্মকর্তারা জানান, জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার এক ভাগ কমে যাওয়া মানে জিপিএ ৫ প্রাপ্তের সংখ্যা অনেক কমে যাওয়া। গত বছর ১ লাখ ৫০ হাজার ৬১৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছিল ১০ হাজার ৪৮৭ জন। কিন্তু এ বছর ১ লাখ ৭০ হাজার ৭১৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১২ হাজার ২৬৮ জন। তবে ড. পীযূষ দত্ত বলেন, 'এটা কোনো বড় ফ্যাক্টর নয়। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথমবারের মতো ৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরাসরি জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া এ বছর শিক্ষার্থীরা ১১টি বিষয়ের ১৩টি পত্রে পরীক্ষা দিয়েছে, যা গত বছর ছিল ১০টি বিষয়ের ১২টি পত্র।' তবে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানান তিনি।

পাঁচ জেলার চিত্র : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চট্টগ্রাম নগরীর শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৯১ দশমিক ৬৪, তবে নগরী বাদে জেলায় পাসের হার ৮২ দশমিক ৩৫। নগরীসহ জেলায় পাসের হার ৮৫ দশমিক ২৬। এ ছাড়া কক্সবাজারে পাসের হার ৯০ দশমিক ০২। রাঙামাটি জেলায় পাসের হার ৮১ শতাংশ। খাগড়াছড়ি জেলায় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৩৭। বান্দরবান জেলায় পাসের হার ৭৭ দশমিক ৯৮। এ ছাড়া চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এ বছর বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার মংচিং হেডম্যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেনি।